ইলাস্ট্র্যাটর টিউটোরিয়াল

আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ

ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অ্যাডোবি ইলাস্ট্র্যাটর মূলত ড্রয়িং করার একটি অ্যাডভান্সড সফটওয়্যার। এর বিশেষত্ব হলো এটি দিয়ে ভেক্টর ড্রয়িং করা হয়। এ লেখায় দেখানো হয়েছে কীভাবে ইলাস্ট্র্যাটর দিয়ে একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট ভেক্টর ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করা যায়।

ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করার সময় কিছু বিষয় প্রথমেই চিন্তা করতে হয়। যেমন– প্রথমেই ব্যাকগ্রাউন্ডের মূল রং কী হবে, ব্যাকগ্রাউন্ডে কী কী অবজেক্ট থাকবে ইত্যাদি। এ লেখায় ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরির টিউটোরিয়ালে এমন একটি ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করা হয়েছে, যার মূল রং হবে কালো এবং এতে পিরামিডের ঢেউ থাকবে।

ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো রং করা খুবই সহজ। ফিল টুল দিয়ে তা সহজেই করা যায়। তবে পিরামিডটি কেমন শেপের হবে– থ্রিডি নাকি টুডি, তার আকার কেমন হবে ইত্যাদি এখানে ভাবার বিষয়। সবচেয়ে সহজ সমাধান হলো, এখানে ডায়নামিক এলিমেন্ট থাকবে, যার অর্থ হলো ইউজার চাইলেই যেকোনো সময় তা পরিবর্তন করতে পারেন। এলিমেন্টের গতিপথ, তার আকার, রং, ইফেক্ট ইত্যাদি সবই ডায়নামিক হবে। এমনকি চাইলে পিরামিড সরিয়ে অন্য কোনো এলিমেন্টও দেয়া যাবে, কিন্তু আগের সেটিংগুলো একই থাকবে।

এজন্য প্রথমেই এলিমেন্টের একটি বেসিক শেপ তৈরি করতে হবে। পেন টুল দিয়ে সহজেই একটি থ্রিডি পিরামিড তৈরি করা যায় (চিত্র-১)। এবার পিরামিডের একপাশে একটু শেডের ব্যবস্থা করা যাক। এজন্য পিরামিডের একপাশে দুটি সমান্তরাল কিন্তু ভিন্ন পুরুত্বের পাথ তৈরি করা যাক (চিত্র-২)। পাথ দুটিতে লিনিয়ার গ্র্যাডিয়েন্ট (কালো থেকে অ্যাশ) অ্যাপ্লাই করতে হবে। তারপর পাথের ব্লেন্ডিং মোড স্ক্রিন দিলে মনে হবে পাথ দুটির ভেতর দিয়ে পিরামিডটি দেখা যাচ্ছে।

চিত্র-১

চিত্র-২

চিত্র-৩

চিত্র-৪

চিত্র-৫

চিত্র-৬

এবার ক্লিপিং মাস্ক দিয়ে পাথ দুটির ভিজিবিলিটি লিমিট করে দিলে শুধু পিরামিডের ধার পর্যন্ত তাদের দেখা যাবে (চিত্র-৩)। একই পদ্ধতি ব্যবহার করে আরও কয়েকটি পিরামিড তৈরি করতে হবে।

প্রথম পিরামিডটিকে সিম্বল প্যানেলে একটি সিম্বল হিসেবে সেভ করতে হবে। বাকি দুটি পিরামিডকে একসাথে সিলেক্ট করে অবজেক্ট → ক্রিয়েট সিম্বল ভ্যারিয়েন্টস অপশনে ক্লিক করলে পরের পিরামিড দুটি প্রথমটির ভ্যারিয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত হবে। তবে এই অপশনের জন্য একটি প্লাগইনের দরকার, যার নাম Stipplism plug-in। এটি ইনস্টল করা না থাকলে অপশনটি থাকবে না। সুতরাং প্লাগইনটি ইনস্টল করতে হবে। সিম্বল ভ্যারিয়েন্ট সেভ করার ডায়ালগ বক্স এলে বেস সিম্বল হিসেবে পিরামিড সিলেক্ট করে পরের অপশনটি ডিসসিলেক্ট করলে সিম্বল প্যানেলে প্রথম পিরামিডের আরও দুটি ভার্সন তৈরি হবে।

এবার পিরামিডগুলোতে একটু ইফেক্ট দেয়ার পালা। সবগুলো পিরামিড সিলেক্ট করে ইফেক্ট → স্টাইলাইজ → ড্রপ শ্যাডো অপশন সিলেক্ট করলে শ্যাডো দেয়ার ডায়ালগ বক্স আসবে। সেখান থেকে সেটিংস ঠিক করে ওকে করলে পিরামিডগুলোতে শ্যাডো ইফেক্ট পড়বে। এবার শ্যাডো দেয়ার পর শুধু প্রথম পিরামিডটিকে সিম্বল প্যানেলে সেভ করতে হবে। তারপর আগের মতোই বাকি দুটি পিরামিডকে সিলেক্ট করে এইমাত্র তৈরি করা শ্যাডো পিরামিডের সিম্বলের ভ্যারিয়েন্ট হিসেবে সেভ করলে সিম্বল প্যানেলে মোট ৬টি সিম্বল দেখা যাবে।

এবার পিরামিডগুলো কীভাবে সাজানো হবে তা ঠিক করে দিন। এর জন্য পেন টুল দিয়ে একটি ঢেউয়ের মতো পাথ তৈরি করুন। তবে এতে কোনো রং দিয়ে ফিল করা যাবে না, শুধু স্ট্রোক পাথ অপশন দিয়ে স্ট্রোক করতে হবে এবং এর উইডথ অনেক বাড়িয়ে দিয়ে একটি লিনিয়ার গ্র্যাডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করুন। গ্র্যাডিয়েন্টে তিনটি রং থাকবে। বামে সাদা, মাঝে কালো এবং ডানে সাদা। এরকম গ্র্যাডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করলে চিত্র-৪-এর মতো একটি পাথ পাওয়া যাবে।

এবার পাথটি সিলেক্ট করা অবস্থায় ইফেক্ট→ স্টিপলিজম → সিম্বল স্টিপল অপশনটি সিলেক্ট করলে একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। এখানে ডট সেটিংয়ের নিচে সিম্বল হিসেবে প্রথম পিরামিডটি সিলেক্ট করতে হবে। স্কেলের মান কমিয়ে দিলে ভালো। এতে পিরামিডের সাইজ কমে যাবে, যা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরির জন্য প্রয়োজনীয়। এরপর ভ্যারি স্কেল এবং ভ্যারি রোটেশন অপশন সিলেক্ট করে ইউজারের সুবিধামতো মান দিতে হবে। এই অপশন দুটিতে যে মান দেয়া হবে– পিরামিডের শেপের আকার, অ্যাঙ্গেল ইত্যাদি সেই মানের ভেতরেই পরিবর্তিত হবে। সেটিংগুলো ঠিকমতো দিলে চিত্র-৫-এর মতো একটি ছবি পাওয়া যাবে।

এবার আগের পাথের ওপরই আরেকটি পাথ এঁকে বড় বড় পিরামিড দিলে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে। এজন্য অ্যাপিয়ারেন্স প্যানেল থেকে আরেকটি স্ট্রোক অ্যাড করতে হবে। এবার আগের পদ্ধতি অনুসরণ করেই আবার সিম্বল স্টিপল অপশনের মাধ্যমে পিরামিড বসাতে হবে। তবে এবার পিরামিডের স্কেল ১০০ শতাংশের বেশি (যেমন ১০৫ বা ১১০ শতাংশ) দিতে হবে এবং জেনারেল সেটিংয়ের নিচে সিড অপশনে র‍্যান্ডম একটি মান দিতে হবে। এর জন্য পাশেই র‍্যান্ডমাইজ বাটন আছে, তাতে ক্লিক করলে র‍্যান্ডম একটি মান সিড অপশনে বসে যাবে। ফলে চিত্র-৬-এর মতো একটি ব্যাকগ্রাউন্ড পাওয়া যাবে। ইউজার চাইলে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে অন্য কোনো রং ব্যবহার করতে পারেন। আবার পিরামিডগুলোতে অন্য কোনো রং (সোনালি বা লাল) দিলে আরও সুন্দর লাগবে। এর জন্য হিউ/স্যাচুরেশন পরিবর্তন করতে থাকলে পিরামিডের কালারও পরিবর্তিত হতে থাকবে।

ইলাস্ট্র্যাটর দিয়ে বিভিন্ন ধরনের জটিল ড্রয়িং করা সম্ভব। যেমন– এই টিউটোরিয়ালে যে ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করা হয়েছে, তাতে যদি পিরামিডগুলো আলাদাভাবে আঁকতে হতো তাহলে তা ইউজারের জন্য প্রায় অসম্ভব একটি কাজ হয়ে দাঁড়াত কজ

ফিডব্যাক : wahid_cseaust@yahoo.com